সুজন ই-সংবাদ

আসুন সবাই মিলে শপথ করি করোনা ভাইরাসমুক্ত বাংলাদেশ গড়ি

সংখ্যা-১৮ | ২৩ মে, ২০২০

সম্পাদকীয়:

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের ভয়াবহতা ক্রমবর্ধমান। একইসাথে ক্রমবর্ধমান দৈনিক আয়ের উপর নির্ভরশীল কর্মহীন মানুষদের-তাদের পরিবার পরিজনদের আর্থিক সংকট ও দুর্ভোগ। সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত সহায়তা কার্যক্রম প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। পাশাপাশি আমাদের দেশের কিছু কিছু সুযোগসন্ধানী রাজনীতিক ও জনপ্রতিনিধির চৌর্যবৃত্তির কারণে অনেক বিপন্ন মানুষ সেই সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। মামলা, গ্রেফতার বা হয়রানির শঙ্কায় মানুষ প্রতিবাদ বা সমালোচনা করারও সাহস পাচ্ছে না। তারপরেও আশার কথা এই যে, সমাজের কিছু কিছু মানুষ ও সংগঠন সীমিত সামর্থ নিয়েও বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। উদ্যোগী এই মানুষগুলোর মধ্যে সারাদেশের সুজন-এর নেতা কর্মীরাও রয়েছেন। তাঁদের প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরতেই আমাদের এই ই-নিউজ লেটার; যা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

সংকটে পড়া মানুষের পাশে বিয়ানীবাজারের সুজন

মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসের প্রভাবে ঘোষিত লকডাউনের কারণে আর্থিক সংকটে পড়েছে অনেক মানুষ। এদের অনেকেই অন্যের কাছে হাত পাততে অভ্যস্ত নন। এমনি কিছু মানুষকে খুঁজে বের করে, তাঁদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে সুজন-বিয়ানীবাজার উপজেলা (সিলেট) কমিটি। কমিটির নেতৃবৃন্দ নিজেদের উদ্যোগেই ৬৬,০০০ টাকা সংগ্রহ করেন এবং গত ১৪ মে ২০২০-এ, আর্থিক সংকটে পড়া চিহ্নিত ৪০ জন মানুষকে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে অত্যন্ত গোপনে এক হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত নগদ প্রদান করেন।

সহায়তাপ্রাপ্ত মানুষগুলোর মধ্যে ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, সাংবাদিক, ইমাম ও মুয়াজ্জিনসহ অন্যান্য পেশাজীবি। সুজন-বিয়ানীবাজার উপজেলা কমিটির সভাপতি এডভোকেট আমান উদ্দিন, সহ-সভাপতি জনাব মুজিবুর রহমান, সম্পাদক জনাব খালেদ আহমদ, সহ-সম্পাদক জনাব এনাম উদ্দিন, সদস্য জনাব হাফিজুর রহমান আর্থিক সহায়তা প্রদানের এই কাজে নেতৃত্ব দেন। উল্লেখ্য, নেতৃত্ব দানকারী এই ৫ জনই সুজন-এর আজীবন সদস্য।

এডভোকেট খায়রুল ইসলাম বাপ্পীর মানবিক উদ্যোগ

করোনাভাইরাসের প্রভাবে সৃষ্ট অচলাবস্থায় অনেক মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে গৃহকর্মী, ইজিবাইক চালক, রিক্সাচালক, দোকান কর্মচারি ইত্যাদি পেশার মানুষেরা বেশি সমস্যায় পড়েছেন। এইসব মানুষের পাশে মানবিক সহায়তা নিয়ে দাঁড়িয়েছেন সুজন-রংপুর মহানগর কমিটির সহ-সভাপতি এডভোকেট খায়রুল ইসলাম বাপ্পী।

গত ১৯ মে ২০২০-এ রংপুর শহরের জিএল রায় রোডস্থ বাসভবন থেকে তিনি ৬০ জনের মাঝে খাদ্যসামগ্রী এবং আরো কিছু ব্যক্তিকে নগদ অর্থ প্রদান করেন। উপকারভোগী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তিনি রংপুর মহানগরের ২৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব জামাল উদ্দিনের সহযোগিতা নেন। বিতরণকৃত খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে ছিল আতপ চাল, চিনি, সেমাই, ডাল, সুজি, লবন মসলা। সাথে ছিল একটি সাবান।

বগুড়ায় খাদ্যসামগ্রী বিতরণের কাজ অব্যাহত

গত ১৮ মে ২০২০-এ তৃতীয় দফায় খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেছে সুজন-বগুড়া জেলা কমিটি। সুজন-বগুড়া জেলা কমিটির মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মনোয়ারা ইসলাম শিল্পীর নেতৃত্বে এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বগুড়া পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের খান্দার চারতলা এলাকার ১৬ টি উদ্বাস্তু ও দরিদ্র ভাড়াটিয়া পরিবারের মাঝে এই খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়; যারা এলাকার ভোটার না হওয়ার কারণে সরকারি উদ্যোগে প্রদত্ত ত্রাণ সহায়তা তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন।

খাদ্যসামগ্রী বিতরণকালে সুজন-বগুড়া জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব হুমায়ূন ইসলাম তুহীন, সমাজকর্মী রুমানা আক্তার, নূরজাহান বেগম, রশিদা বেগম প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। বিতরণকৃত খাদ্য তালিকায় ছিল ৫ কেজি আটা ও ১ কেজি ঢিমা গুড় । সাথে ছিল একটি সাবান।

ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন;
সকল প্রকার স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন।

সম্পাদক: ড. বদিউল আলম মজুমদার
নির্বাহী সম্পাদক: দিলীপ কুমার সরকার
কৃতজ্ঞতা স্বীকার: সোহেল রানা
প্রকাশনায়: সুজন সচিবালয়
আইটি ইউনিট প্রডাকশন

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক

shujan.org | votebd.org
facebook.com/shujan.bd

হেরাল্ডিক হাইটস, ২/২, মিরপুর রোড, (লেভেল-৪)
বক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা -১২০৭।
ফোন: ৯১৩-০৪৭৯, ৯১২-২০৮৬

তথ্য পাঠিয়ে সহায়তা করেছেন: আঞ্চলিক সমন্বয়কারী রাজেশ দে রাজু, সুজন-বগুড়া জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব হুমায়ূন ইসলাম তুহিন এবং বিয়ানীবাজার উপজেলা কমিটির সম্পাদক জনাব খালেদ আহমদ।